AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 04-06-2025 **Time: 7.35 A.M.**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১) স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এবং চাকরীহারাদের ভাতা প্রদান নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে।

২) রাজ্য প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক স্তরে বেশ কিছু রদবদল।

৩) ঝাড়খন্ডে অপহৃত দুই ব্যক্তিকে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় থেকে উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ।

৪) কোচবিহারের ফলিমারী রেলস্টেশন এলাকা থেকে ১৬ জন বাংলাদেশি গ্রেফতার।

৫) দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়লেও কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অংশে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

SSC-র নিয়োগ সংক্রান্ত নতুন নিয়ম প্রকাশ এবং বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ফের মামলা দায়ের হয়েছে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ৪৪ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি ও নিয়ম প্রকাশ করা হয়েছে তা অবৈধ। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। আগামীকাল বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলার শুনানি।

মামলাকারীর আইনজীবীর আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, নিয়োগ প্রক্রিয়া করতে হবে ২০১৬ সালের বিধি মেনে এবং শুধুমাত্র ওই বছরের প্রার্থীদের মধ্যে থেকেই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ মানা হয়নি। বয়সের ছাড়ের বিষয়টিও নির্দেশ মেনে হয়নি বলে মামলাকারীর দাবি। কোনো প্রার্থী যদি একাধিক পরীক্ষায় বসে থাকেন, তাহলে সবগুলোতেই বয়েসের ছাড় পাবেন। কিন্তু নতুন বিজ্ঞপ্তিতে একবার মাত্র সুযোগ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এরকম একাধিক আপত্তির কথা জানিয়েছেন মামলাকারীর আইনজীবি।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মে নিয়োগের নতুন বিধি এবং ৩০ মে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি।

রাজ্য সরকার নিয়োগে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায় না বলে জানিয়েছেন বিজেপি-র বিধানসভার মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ।

বাইট

একাধিক আইনি জটিলতার মুখে ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি যাওয়ার পর গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারীদের জন্য যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ২০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছিল, তার বিরোধিতা করে আগেই মামলা দায়ের হয়। গতকালও ঐ বিষয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চে। মামলাকারী ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরি প্রার্থীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার ভাতা দিলে তারাও এই ভাতা পাওয়ার অধিকারী।

তাদের বঞ্চিত করেই বেআইনীভাবে এরা চাকরি পেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে এদের তাদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে কেন, এই প্রশ্নও তুলেছেন বঞ্চিতরা।

অন্যদিকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি ও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েও দায়ের হয়েছে মামলা। মামলা করেছেন ২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরি প্রার্থীদের একাংশ। তাদের বক্তব্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মানা হয়নি রাজ্য সরকারের এই বিজ্ঞপ্তিতে। স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতার জন্য যে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে বঞ্চিত হবেন চাকরিপ্রার্থীরা। পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর হ্রাস করা, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য দের পরীক্ষায় বসার সুযোগ কেন দেওয়া হবে। এছাড়া আরো একাধিক বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে মোট চারটি মামলা দায়ের হয়েছে।

বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন। আগামীকাল বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর বেঞ্চে হবে এই সমস্ত মামলার শুনানি।

এদিকে, ২০২২ সালের প্রাথমিক নিয়োগে National Institute of open schooling - NIOS থেকে D. Led প্রাপ্ত সকল চাকরীপ্রার্থীকে সুযোগের আর্জি জানিয়ে গতকাল কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। বৈধ ডিগ্রি হলেও রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ প্রথমে তাদের বৈধতা দেয়নি। কিন্তু পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বৈধতা পায়। অথচ চলতি বছরের গত ৩০ মে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ২০২২ সালের নিয়োগের যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, সেখানে এনআইওএস থেকে ডিএলএড প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে সুযোগ পাওয়ার তালিকায় শুধু কয়েকজন মামলাকারীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌজ শামিম জানান, NIOS থেকে এই ডিগ্রি প্রাপ্তদের প্রথমে পরীক্ষায় বসতে দেয়নি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে, এরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

ইসমতারা খাতুনের মতো প্রার্থীরা নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে গতকাল হাইকোর্টে মামলার আবেদন করেন। আইনজীবীদের সুত্রে জানা গেছে, অন্তত হাজার খানেক চাকরিপ্রার্থী রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের কারনে বঞ্চিত হচ্ছেন। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামীকাল বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর এজলাসে পরবর্তী শুনানি হবে।

কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক স্কুলে সকালে ক্লাস চালু করার নির্দেশিকা বাতিল করেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। গতকাল এক অ্যাডভাইজারিতে পর্ষদ জানিয়েছে, অনুমতি না নিয়েই সকালে স্কুল চালু করার জন্য নোটিশ দিয়েছিল কয়েকটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে স্কুলের সময় বদল করা যাবে না বলে জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

উল্লেখ্য, গরমের ছুটির পর গত সোমবার থেকে স্কুল খুলেছে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের মতো জেলাগুলির পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলাতে সকালে স্কুল শুরু করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ে জলপান নিশ্চিত করতে ওয়ার্টার বেল চালুরও তিনি দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্তত ৭ দিন মর্নিং স্কুল চালু করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন।

ডিএ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য সুদীপ চন্দকে আলিপুরদুয়ারের বদলির নির্দেসের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা গাইকোর্ট। বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল জানিয়েছেন, আদালতের এই নির্দেশের জন্য স্টেট ট্রানব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়ার কোনো প্রভাব পড়বে না। ১৩ ই জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আই এ এস এবং আই পি এস স্তরে রাজ্য সরকার বেশকিছু রদবদল করেছে। এডিজি ও আইজিপি - এসটিএফ বিনীত গোয়েলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে এডিজি ও আইজিপি - প্রশাসন করা হয়েছে। এডিজি ও আইজিপি - পলিসি দময়ন্তী সেনকে এডিজি ও আইজিপি –সশস্ত্র-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডিজি -হোমগার্ড পদে থাকা সঞ্জয় সিং হলেন ডিজি আইজি - সাইবার সেল।

এদিকে, এডিজি আইজি -অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অজেয় মুকুন্দ রানাডে হলেন এডিজি -হোমগার্ড। সাইবার সেলের এডিজি হরি কিশোর কুসুমাকারকে, এডিজি আইজি -উপকূল নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এডিজি - লিগ্যাল আনন্দ কুমার তাঁর এই দায়িত্বের পাশাপাশি সামলাবেন পলিসির দায়িত্ব। আইজিপি-২ - সিআইডি শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী অতিরিক্ত হিসেবে সাইবার সেলের দায়িত্ব পালন করবেন। গতকাল এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য পুলিশ।

অপারেশন সিন্দুরে দেশের সাফল্যে গর্বিত গৌড়ীয় নৃত্য শিল্পী প্রফেসর ডক্টর মহুয়া মুখার্জী দেশের সেনা জওয়ানদের কুর্নিশ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পহেলগাঁওয়ের ঘটনা দেখে সারা বিশ্ব শিউরে উঠেছিল। যারা সর্বদা দেশের মানুষকে রক্ষা করছেন সেইসব সেনা জওয়ানদের জন্য দেশ গর্বিত।

বাইট

পুরুলিয়ায় অযোধ্যা পাহাড় থেকে ঝাড়খন্ডে অপহৃত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে জেলা পুলিশ। চার জন অপহরণকারীকে গ্রেফতার করার সঙ্গে অপহরণে ব্যবহৃত ব্যবহৃত গাড়ি ও বাইক উদ্ধার হয়েছে। গতকাল পুরুলিয়া বেলগুমা জেলা পুলিশ লাইনে সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঝাড়খন্ডের লোহার দাগা থেকে কমল গোপ ও গুমলা এলাকা থেকে নন্দ গোপাল রায়কে অপহরন করে কুড়ি লক্ষ টাকা মুক্তি পণ চেয়ে ফোন করে অপহরণকারীরা ঝাড়খন্ড পুলিশের কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার পরেই গত সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ ঝালদা থানা, বাঘমুন্ডি থানা ও পুরুলিয়া জেলা পুলিশের বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে অপহৃত দুই ব্যক্তিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। একই সঙ্গে চার জন অপহরণকারী গ্রেফতার করা হয়। এদের বাড়ি ঝাড়খন্ডে। ধৃতদের গতকাল পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়।

কোচবিহারের দিনহাটার ফলিমারি রেল স্টেশন এলাকা থেকে ১৬ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর এরা সকলেই

পাঁচ/ছয় বছর আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এবং দিল্লি ও নয়ডায় শ্রমিকের কাজ করতো। সেখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণ হচ্ছে , এই ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে দিনহাটা চলে আসে। সেখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে তাদের বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এরা সকলেই বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ চারজন মহিলা ও ছয় জন শিশু রয়েছে।

আগামীকাল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ রক্ষা করা ও তার ওপর নজরদারীর দায়িত্ব সবথেকে বেশি সরকারের। কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একটি প্রতিবেদন -

ক্যাপসুল

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশকিছু জেলায় গতরাতের বৃষ্টির ফলে গরমে নাজেহাল মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। আলিপুরে আজ সকাল সাড়ে ৬ টা পর্যন্ত ৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। বৃষ্টির ফলে কমেছে তাপমাত্রার পারদ। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস স্বাভাবিকের থেকে যা ৪ দশমিক ৬ ডিগ্রী কম।

এদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলিতে বৃষ্টি আপাতত চলবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বর্ষণের কমলা সতর্কতা রয়েছে।

অন্যদিকে, গতসন্ধ্যায় বাঁকুড়া জেলায় বজ্রবিদ্যুত্‌ সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টির খবর পাওয়া গেছে।

-------------------- --------------------